

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
কাস্টমস, বন্ড কমিশনারেট, ঢাকা (দক্ষিণ), ঢাকা
৩৪২/১, সেগুনবাগিচা, ঢাকা-১০০০।
www.cbc.gov.bd.

নথি নং-৫(১৩)২০/কাস-বন্ড/হোম কনজাম্পশন/লাইঃ/২০১৮/পার্ট-০১/২০২৪/ ৮৯৪০

তারিখ: ১১/০৯/২০২৫ খ্রি.

বিষয়: জাতীয় রাজস্ব বোর্ড কর্তৃক ২৯/০৩/২০২৫ খ্রিঃ হতে ২৮/০৩/২০২৬ খ্রিঃ মেয়াদের বর্ধিত আমদানি প্রাপ্যতা প্রদান।

- সূত্র: ১. মেসার্স আব্দুল মোনেম সুগার রিফাইনারী লিঃ এর ২৮/০৮/২০২৫ খ্রিঃ তারিখের আবেদন;
২. সমনথির পত্র নং-৭৯৪৭, তারিখ: ০৩/০৯/২০২৫ খ্রিঃ;
৩. জাতীয় রাজস্ব বোর্ড এর পত্র নং- ০৮.০১.০০০০.০৫৬.০৪.০১০.২৪/৩১৩, তারিখ: ১০/০৯/২০২৫ খ্রিঃ।

উপর্যুক্ত বিষয় ও সূত্রসমূহের প্রতি আপনার দৃষ্টি আকর্ষণ করা হলো।

০২। মেসার্স আব্দুল মোনেম সুগার রিফাইনারী লিঃ, ঠিকানা: প্রতাপনগর, চর-রমজান, সোনাউল্লা, মেঘনাঘাট, সোনারগাঁও, নারায়ণগঞ্জ (বন্ড লাইসেন্স নং-১১৪৭/কাস-পিবিডব্লিউ/২০১৮, তারিখ-২৯/০৩/২০১৮ খ্রিঃ, ই-বিন নং-০০১১৬৮৯৬-০৩০৪) এর সূত্রোক্ত-০১ নং পত্রের মাধ্যমে ২৯/০৩/২০২৫খ্রিঃ হতে ২৮/০৩/২০২৬খ্রিঃ মেয়াদের বর্ধিত আমদানি প্রাপ্যতা প্রদানের জন্য আবেদন করেন। সূত্রোক্ত-০৩ নং পত্রের মাধ্যমে জাতীয় রাজস্ব বোর্ড হতে ২৯/০৩/২০২৫খ্রিঃ হতে ২৮/০৩/২০২৬খ্রিঃ মেয়াদের বর্ধিত আমদানি প্রাপ্যতার পরিমাণ: ৬০,০০০.০০ মে. টন শর্ত সাপেক্ষে অনুমোদন করা হয়।

শর্তসমূহ

- ২৯/০৩/২০২৫খ্রিঃ হতে ২৮/০৩/২০২৬খ্রিঃ মেয়াদের বর্ধিত আমদানি প্রাপ্যতা প্রদান করা হয়েছে: ৬০,০০০.০০ মে. টন।
 - অনুমোদিত প্রাপ্যতা ব্যবহারের মেয়াদান্তে প্রতিবেদন জাতীয় রাজস্ব বোর্ডে প্রেরণ করতে হবে।
 - প্রতি মাসে প্রতিষ্ঠানটির মজুদ যাচায়ের লক্ষ্যে সরেজমিন পরিদর্শনকালীন সময়ে সংশ্লিষ্ট বন্ড কর্মকর্তা-কে সহযোগিতা করতে হবে;
 - প্রতি মাসে চলতি প্রদেয়সহ বকেয়ার বিপরীতে প্রতি মাসে ন্যূনতম ২৫ (পঁচিশ) কোটি টাকা আপনার/আপনাদের প্রতিষ্ঠানকে পরিশোধ করতে হবে। বকেয়া পরিশোধ পরবর্তীতে নিরূপণকৃত সুদ পরিশোধ করতে হবে।
 - এছাড়া, হোম কনজাম্পশন বন্ড প্রতিষ্ঠান হিসেবে নিম্নোক্ত বিষয়াবলী প্রতিপালন করার জন্য আপনাকে নির্দেশনা প্রদান করা হলো:
- ক. আপনার প্রতিষ্ঠান কর্তৃক IM-7 এ আমদানীকৃত রসুগার কাস্টমস হাউজ থেকে খালাসের পর যৌক্তিক সময়ের মধ্যে ইন্টু-বন্ড সম্পন্ন করতে হবে।
- খ. জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের এসআরও-২১১/আইন/২০২৪/৬৩/কাস্টমস, তারিখ: ২৯ মে, ২০২৪ খ্রি. বিধি-৩ এর উপবিধি ২(ঘ) অনুসারে আমদানীকৃত পণ্যের ওয়ারাহাউজে সংরক্ষণের মেয়াদ হবে অনধিক ০৬ (ছয়) মাস। অর্থাৎ আপনাকে ০৬ মাসের মধ্যে পণ্যের এক্স-বন্ড কার্যক্রম সম্পন্ন করতে হবে। যদি আপনার আমদানীকৃত পণ্য অনধিক ০৬ (ছয়) মাসের মধ্যে এক্সবন্ড করতে ব্যর্থ হন তবে তা লিখিত আকারে এ দপ্তরকে অবহিত করতে হবে।
- গ. এ দপ্তর কর্তৃক জারীকৃত বিচারাদেশ নং- ১৩(ক)/হোম-কনজাম্পশন/বন্ড/২০২৩, তারিখ: ০৫/০৩/২০২৩ খ্রিঃ; ৬৮/হোম-কনজাম্পশন/বন্ড/২০২৩, তারিখ: ০৬/০৮/২০২৩খ্রি. এবং ২৩/হোম-কনজাম্পশন/বন্ড/২০২৩, তারিখ: ০২/১০/২০২৪ খ্রিঃ; ৩৫/বন্ড সার্কেল - ৪৪/২০২৫ তারিখ ০২/০৭/২০২৫ খ্রি. এর বিপরীতে মোট পাওনা রয়েছে (১০২,৮৭,৭৯,৫১৫.৪৯+ ৪০১,৪৩,৮৮,৯৩+৪৪৭,৩২,০৯,০৩৭.৫২+২,২০,২৪,৭০০.৩৩)=৯৫৩,৮৬,০১,৫৭৯.০০ টাকা। উক্ত ০৪ টি বিচারাদেশের বিপরীতে পাওনা টাকা এবং এক্সবন্ডকৃত কাস্টমস ডিউটি জমা প্রদানপূর্বক পৃথক পৃথকভাবে তথ্য প্রতি মাসে দাখিল করতে হবে।

ঘ. আপনার প্রতিষ্ঠান কর্তৃক ক্রয়কৃত র'সুগার আমদানিকৃত দেশ হতে জাহাজীকরণের পূর্বে ক্রয়ের বিপরীতে প্রতিটি সেলস কন্ট্রাক্ট এ দপ্তরে দাখিল করতে হবে।

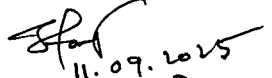
ঙ. প্রতিষ্ঠান কর্তৃক ক্রয়কৃত র'সুগার বাংলাদেশের বন্দরে পৌঁছানোর পর যেসকল মাদার ভেসেল/লাইটার জাহাজে আপনার প্রতিষ্ঠানে অনুমোদিত ওয়ারাহাউজে পৌঁছাবে সেই সকল মাদার ভেসেল/লাইটার জাহাজ এর নাম, ধারণ ক্ষমতা ইত্যাদি উল্লেখপূর্বক এ দপ্তরকে অবহিত করতে হবে।

প্রাপক:

ব্যবস্থাপনা পরিচালক

মেসার্স আবদুল মোনেম সুগার রিফাইনারী লিঃ

ঠিকানা: প্রতাপনগর, চর-রমজান, মেঘনাঘাট, সোনারগাঁও, নারায়নগঞ্জ।


[মোহাম্মদ হাসিমত আলী]
কমিশনার (চলতি দায়িত্ব)


নথি নং-৫(১৩)২০/কাস-বন্ড/হোম কনজাম্পশন/লাইঃ/২০১৮/পার্ট-০১/২০২৪/

তারিখ: ১০/২০২৫ খ্রি.

অনুলিপি অবগতি ও প্রয়োজনীয় কার্যক্রম গ্রহণের জন্য প্রেরণ করা হলো:

০১. কমিশনার, কাস্টমস হাউস, চট্টগ্রাম।

০২. দ্বিতীয় সচিব, (কাস্টমস রপ্তানি ও বন্ড), জাতীয় রাজস্ব বোর্ড, সেগুনবাগিচা, ঢাকা।

০৩. সিস্টেম এনালিস্ট, কাস্টমস বন্ড কমিশনারেট, ঢাকা (দক্ষিণ), ঢাকা (তাকে বিষয়টি এ দপ্তরের সিস্টেমে ধারণ করার জন্য বলা হলো)।

অনুলিপি প্রয়োজনীয় কার্যার্থে:

০১. রাজস্ব কর্মকর্তা, সার্কেল-৪৪, কাস্টমস বন্ড কমিশনারেট, ঢাকা (দক্ষিণ), ঢাকা (আপনাকে উপরোক্ত শর্তসমূহ সঠিকভাবে পরিপালনের জন্য বলা হলো)।

০২. সহকারী রাজস্ব কর্মকর্তা, সার্কেল-৪৪, কাস্টমস বন্ড কমিশনারেট, ঢাকা (দক্ষিণ), ঢাকা (আপনাকে উপরোক্ত শর্তসমূহ সঠিকভাবে প্রতিপালন হচ্ছে কিনা তা প্রতিবেদন আকারে প্রতিমাসে দাখিল করার জন্য বলা হলো)।


[এ. কে. এম আহসান হাবীব]
সহকারী কমিশনার
কমিশনারের পক্ষে।